বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খন্ড ৩০ বার্ষিক সংখ্যা ১৪১৯

নারীর ক্ষমতায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

প্রতিমা পাল-মজুমদার*

১। ভূমিকা

সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা অর্জন এবং নারীর ক্ষমতায়ন বাংলাদেশের দুটি জাতীয় লক্ষ্য। এই লক্ষ্য দুটি প্রতিফলিত হয়েছে দেশের সর্বোচ্চ দলিল জাতীয় সংবিধানে এবং বিভিন্ন স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনায়। জেন্ডার সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ অনুমোদন করেও বাংলাদেশ এই লক্ষ্য দুটির প্রতি তার গুরুত্বের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। এসব লক্ষ্য অর্জনে জাতীয় বাজেটে প্রত্যক্ষ বরাদ্দ যেমন রাখা হয়, তেমনি নারী-পুরুষ সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নকে আমলে নিয়েই বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড পরিচালনাকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে বিগত কয়েক বছর ধরে। এক্ষেত্রে দুটি প্রভাবশালী মন্ত্রণালয় হচ্ছে বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয়।

এতোকাল ধরে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা (social safety net) প্রকল্পে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে এবং নুতন কিছু নিরাপত্তা প্রকল্প গ্রহণ করে 'নারীর ক্ষমতায়ন' অর্জন করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পগুলো মূলত কল্যাণমূলক প্রকল্প যেখানে Charity-এর বিষয়টিই প্রধান থাকে। কিন্তু Charityর মাধ্যমে কখনও ক্ষমতায়ন হয় না। তাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা হচ্ছে সাহায্যমূলক কর্মসূচির বাইরে সবচাইতে প্রভাবশালী ক্ষেত্র, যার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত হতে পারে। তাই এই দুটি ক্ষেত্রে নারীর প্রবেশ কতটুকু ঘটেছে এবং দেশের জাতীয় বাজেট এসব বিষয়ে নারীর প্রবেশকে কতটা সহায়তা প্রদান করেছে তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধটিতে।

১.১। তথ্যের উৎস ও গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান প্রবন্ধটি "বাংলাদেশ নারী প্রগতি সঙ্ঘ" নামক একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত "Performance of the Annual Budget of the Ministry of Information and Communication Technology and the Ministry of Information in Attaining Government's Mandate of Empowerment of Women" শীর্ষক গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে।১

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের জেন্ডার নীতি, এই মন্ত্রণালয় দুটির কার্যক্রমের সুবিধা নারী কতটুকু ভোগ করতে পারছেন, এই মন্ত্রণালয় দুটির বাজেট বরাদ্দে নারীর কতটুকু অংশ আছে, জেন্ডারভিত্তিক কোনো বাজেট পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা ইত্যাদি তথ্য এই প্রবন্ধের প্রধান উপজীব্য। তাছাড়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের

---

* সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বিআইডিএস।

১ উক্ত গবেষণাটি লেখক নিজে সম্পাদন করেছেন।

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF) এবং এই মন্ত্রণালয় দুটি কর্তৃক প্রণীত জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন (GBR)-এর জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিশেণ্ডষণ করেও নারীর ক্ষমতায়নে এই দুটি মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা নির্ণয়ের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে।

বর্তমান প্রবন্ধে মূলত গত তিনটি অর্থবছরের (২০০৯-১০, ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২) জাতীয় বাজেটের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। অতি সম্প্রতি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বিজ্ঞান মন্ত্রণালয় হতে পৃথক হয়ে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হয়েছে। যেহেতু গত তিনটি অর্থবছর সময়কালে এই মন্ত্রণালয়টি একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় ছিল না সেহেতু এই তিনটি অর্থবছরের জন্য এই মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট বরাদ্দ হিসাব করা সম্ভব হয়নি। তবে উন্নয়ন বাজেটের প্রকল্পগুলোর প্রকৃতি বিচার করে ICT মন্ত্রণালয়ে নারীর জন্য বাজেট বরাদ্দের একটি ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

উন্নয়ন বাজেটে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পগুলো জেন্ডার সমতা এবং নারীর আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ন অর্জনে কতটা সমর্থ হয়েছে তার ব্যাপ্তি নিরূপণ করার জন্য উন্নয়ন প্রকল্পগুলোকে নিম্নোক্ত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

১. নারী অন্ধ প্রকল্প: এই প্রকল্পগুলো হতে এই মূহুর্তে নারী কোনো সুবিধাই পাচ্ছে না।

২. কেবল নারীকে লক্ষ্য করে গ্রহণ করা প্রকল্প: এই প্রকল্পগুলো হতে কেবল নারীরাই সুবিধা ভোগ করতে পারে;

৩. জেন্ডার সংবেদশীল প্রকল্প: এই প্রকল্পগুলো এমন প্রকৃতির যার ফলাফল নারী পুর"ষ উভয়েই ভোগ করতে পারে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর জন্য আলাদা বরাদ্দ বা সংরক্ষিত সুবিধা থাকে।

নারীর ক্ষমতায়নে উপরোক্ত এই দুটি মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা নির্ণয়কল্পে উন্নয়ন প্রকল্প ব্যতীত জাতীয় বাজেটে মন্ত্রণালয় দুটির গৃহীত রাজস্ব পদক্ষেপও বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। বাংলাদেশ নারী প্রগতি সঙ্ঘ কর্তৃক পরিচালিত গবেষণাটির জন্য উপজেলা স্ড়রের নারীদের সঙ্গে ৫টি দলগত আলোচনা (FGD) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই FGD'র তথ্যও এই প্রবন্ধের কয়েকটি স্থানে বিশেষ করে সুপারিশ প্রদানের সময় ব্যবহার করা হয়েছে।

১.২। প্রবন্ধটির কাঠামো

মোট পাঁচটি অংশের মধ্যে প্রবন্ধটির আলোচনা সীমাবদ্ধ হয়েছে। এ প্রবন্ধের প্রথম অংশে ভূমিকা এবং তথ্যের উৎস ও গবেষণা পদ্ধতি এবং দ্বিতীয় অংশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকা" তুলে ধরা হয়েছে। এই মন্ত্রণালয় দুটি কর্তৃক প্রণীত মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF) এবং জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন (GBR)-এর জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিশেণ্ডষণ করা হয়েছে প্রবন্ধের তৃতীয় অংশে। গত তিনটি অর্থবছরে (২০০৯-১০, ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২) জাতীয় বাজেটে এই মন্ত্রণালয় দুটির জন্য মোট বরাদ্দ এবং এই বরাদ্দের কতটুকু নারী পেয়েছে তার একটি হিসাব প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে প্রবন্ধটির চতুর্থ অংশে। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনার ভিত্তিতে কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে পঞ্চম অংশে।

২। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম এবং নারীর উপর এই কার্যক্রমের প্রভাব

২.১। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে কার্যক্রম এবং নারীর উপর এই কার্যক্রমের প্রভাব

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা, উন্নয়ন, প্রসার এবং এসবের সফল প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনই হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রধান লক্ষ্য। এই মন্ত্রণালয়ের নারী বান্ধব কিছু নীতিমালা এবং কার্যক্রম আছে। যেমন, জাতীয় তথ্য ও তথ্য প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯-এর ৯নং উদ্দেশ্যটি হলো - বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিষয়ক সকল কার্যক্রমে নারীর পূর্ণ এবং সম অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন তরান্বিত করা।

এই মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম নারীর ক্ষমতায়নের উপর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে যেহেতু নারীর ক্ষমতাহীনতার জন্য নারীর তথ্যবঞ্চনা বহুলাংশে দায়ী। তাছাড়া আজকের এই বিশ্বায়নের যুগে তথ্য প্রযুক্তিতে সহজ প্রবেশ হচ্ছে ক্ষমতায়নের একটি অন্যতম শক্তিশালী উৎপাদক। তাই তথ্য প্রযুক্তিতে সহজ প্রবেশ নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার জেলা ও উপজেলা স্ড়রে বেশ কিছু ICT সেন্টার স্থাপন করেছে। তবে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করার দক্ষতা না থাকার কারণে গ্রামীণ নারীগণ, যারা বাংলাদেশের নারী জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ জুড়ে আছে তারা ICT সেন্টারের সুযোগগুলো গ্রহণ করতে পারছে না। তাছাড়া চলাচলের সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণেও তারা ICT সেন্টারের সুযোগগুলো গ্রহণ করতে পারছে না। তবে মোবাইল ফোন প্রযুক্তি নারীকে তথ্য জগতে প্রবেশের বিরাট সুযোগ করে দিয়েছে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, মোবাইল ফোন প্রযুক্তি গ্রামগঞ্জের নারীকে নানাবিধ তথ্য দিয়ে সহায়তা করছে (Paul-Majumder 2009)। প্রথমত, মোবাইল ফোনের সহায়তার কারণে তারা এখন বিদেশে কর্মরত আত্মীয়স্বজনের পাঠানো রেমিট্যান্স নিয়ে প্রতারিত হচ্ছেন না। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তারা সঠিকভাবে জেনে যায় কখন, কোথায় এবং কতটাকা স্বামী/পুত্র/আত্মীয়স্বজন তাদের কাছে পাঠাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, তারা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানেন কোথায় স্বাস্থ্য সেবা পাওয়া যায়, কোথায় নালিশ জানাতে হবে ইত্যাদি। উপরোক্ত গবেষণাটি থেকে আরও জানা যায়, গ্রামগঞ্জের নারীরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সবচাইতে বড় যে তথ্যটি পাচ্ছে তা হলো কৃষি সম্বন্ধীয় তথ্য। বগুড়ার আলু চাষী পরিবারের নারী সদস্যরা বলেছে, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তারা জেনে যায় কোথায় ভালো সার, ভালো বীজ, ভালো কীটনাশক ঔষধ ইত্যাদি পাওয়া যায়। হাঁসমুরগি পালন সম্বন্ধেও প্রচুর তথ্য তারা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পায়। অন্য একটি গবেষণার ফলাফল থেকেও দেখা গেছে, প্রযুক্তির মাধ্যমে একজন চাকুরিজীবি মা প্রসূতিকালীন সময়েও তার চাকুরি চালিয়ে যেতে পারে এবং চাকুরির বয়োজ্যেষ্ঠতায় পুর ষের সমান থাকতে পারে (Paul-Majumder 2008)।

আরও নানাভাবে তথ্য-প্রযুক্তি কর্মজিবি নারীর ক্ষমতায়নে সহায়তা করে। আজ নারীদের মধ্যে একটি উদ্যোক্তাগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে যাদের নানা তথ্যের প্রয়োজন রয়েছে। উদ্যোক্তা নারীরা, যারা তাদের চলাচলের (mobility) প্রতিবন্ধকতার কারণে এবং উপযুক্ত তথ্যের অভাবে তাদের ব্যবসাকে লাভজনক করতে পারতো না তাদেরকে তথ্য প্রযুক্তি নানাবিধ তথ্য দিয়ে সহায়তা করছে। এখন উদ্যোক্তা নারী এই প্রযুক্তির মাধ্যমে লাভজনক বাজারের সন্ধান ছাড়াও কোথায় কিভাবে এবং কত সুলভে কাঁচামাল পেতে পারে সেই তথ্যও পেয়ে যায়।

নারীর উচ্চশিক্ষা গ্রহণেও তথ্য প্রযুক্তি উলেণ্টখযোগ্যভাবে সহায়তা করতে পারে। কেননা নানা সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই নারী লাইব্রেরী ঘুরে ঘুরে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জোগাড় করতে পারে না। তথ্য প্রযুক্তি তাদের এই প্রতিবন্ধকতা সহজেই ঘুচিয়ে দিতে পারে।

২.২। তথ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম এবং নারীর উপর এই কার্যক্রমের প্রভাব

তথ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের লক্ষ্য হলো বিভিন্ন গণমাধ্যমের সহায়তায় সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড, জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এবং জনকল্যাণমূলক তথ্যাদি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা, সচেতন করা, সম্পৃক্ত করা এবং উদ্বুদ্ধ করা। তাছাড়া জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করাও এই মন্ত্রণালয়ের একটি বিশেষ লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইন সম্বন্ধে জনগণকে অবহিত ও সচেতন করা এই মন্ত্রণালয়ের একটি লক্ষ্য।

নারীর ক্ষমতায়নের উপর তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রভাব অসীম। বাংলাদেশের নারীদের বেশিরভাগ অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত হওয়ার কারণে তথ্যসংযোগই একমাত্র পথ যার মাধ্যমে তাদের কাছে বিভিন্ন তথ্য পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে তাদেরকে অতি সহজে শিক্ষিত করে তোলা যায়। বাংলাদেশ বেতার এবং টেলিভিশন স্বাস্থ্য রক্ষা এবং পুষ্টির উপর বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম প্রচার করে যা থেকে গ্রামীণ নারীরা যথেষ্ট উপকৃত হয়। আর্থ-সামজিক উন্নয়নে নারীদের ভূমিকা কি - তা সমাজের কাছে কার্যকরভাবে তুলে ধরবে তথ্য মাধ্যম। নারীর উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নের বিষয়টি সম্বন্ধে সমাজকে সচেতন করার ব্যাপারেও তথ্যমাধ্যম অতি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। নারীদের স্ত্রী, মা এবং সেবিকারূপী সনাতনী ভাবমূর্তির সঙ্গে সঙ্গে তাদের কর্মজীবী ভাবমূর্তি, সমাজসেবী ভাবমূর্তি এমনকি তাদের রাজনীতিক ভাবমূর্তি সমাজের কাছে তুলে ধরার ব্যাপারেও গণমাধ্যম কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। অধিকন্তু রেডিও, টেলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এবং সংবাদপত্রের সাথে সংশি– ষ্ট বিভিন্ন কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধক কর্মকান্ডে তাদের নিয়োজিত হবার সুযোগও সৃষ্টি হবে। এখানে নারীর উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নের উপর তথ্য মন্ত্রণালয়ের ব্যাপক প্রভাব অনুমান করা যায়।

তথ্য মন্ত্রণালয়েরও নারী বান্ধব কিছু নীতিমালা এবং কার্যক্রম আছে। অবশ্য এই মন্ত্রণালয়ে কেবল নারীর জন্য কোনো প্রত্যক্ষ নীতি নেই। তবে এই মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত তথ্য অধিকার আইনের উদ্দেশ্যগুলো বাস্ড়বায়িত হলে নারীরা, বিশেষ করে তথ্যবঞ্চিত নারীরা উপকৃত হবেন নানাভাবে যা তাদেরকে ক্ষমতায়নের পথে অনেক দূর নিয়ে যাবে। এই মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য নীতি, কার্যক্রমও নারীর উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। যেমন, এই মন্ত্রণালয়ের নীতি রয়েছে বাংলাদেশ টেলিভিশনের উন্নয়ন চ্যানেল স্থাপন, বেতারের এফএম সম্প্রসারণ এবং কমিউনিটি রেডিও-এর কার্যক্রম বৃদ্ধি করে ধর্মীয় কুসংস্কার, সম্পত্তিতে নারীর অধিকার, বাল্য বিবাহ ও বহুবিবাহ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল, দুর্যোগ সম্পর্কে আগাম সতর্কতা, ইভটিজিং, নারী ও শিশু অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালানো। এই নীতি বাস্ড়বায়িত হলে বাংলাদেশে নারীর উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়ন বেগবান হবে।

বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন ১:৩০ ঘন্টার নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। বাংলাদেশ টেলিভিশনও প্রতিদিন ৫০ মিনিট স্থায়ী এবং পাক্ষিক অতিরিক্ত ৫০ মিনিট স্থায়ী অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। গণযোগাযোগ অধিদপ্তর নারী উন্নয়নের উপর বছরে

১,৬০০টিরও অধিক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করে এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৫০টি নারী বিষয়ক প্রবন্ধ এবং ৪টি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়। তথ্য অধিদপ্তর গড়ে প্রতি বছর নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত ২৬০টি, প্রেস ইনস্টিটিউট ২০০টি এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা ১০০ টি ফিচার প্রচার ও প্রকাশ করে থাকে। এই প্রতিটি কার্যক্রমই নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এবং নারী ও পুর"ষের বৈষম্য নিরসনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

৩। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF) এবং জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন (GBR)-এর জেন্ডার সংবেদনশীলতা

গত তিনটি অর্থবছরের দুটি প্রভাবশালী জেন্ডার সংবেদনশীল পদক্ষেপ হলো মন্ত্রণালয়গুলোর জন্য আলাদা আলাদা মধ্যমেয়াদি বাজেট (MTBF) এবং জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন (GBR) প্রণয়ন করা। MTBF-এর বিশেষ দিক হলো, দারিদ্র্য ও জেন্ডার উন্নয়নের উপর প্রতিটি প্রকল্পের কি প্রভাব পড়বে তা বিশেণ্ডষণ করে তার বিবরণ অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণ এবং প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের GBR হলো সংশিণ্ডষ্ট মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটীয় অর্থের উপকারভোগীদের জেন্ডার বিভাজিত উপাত্ত তুলে ধরা।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF)'র জেন্ডার বিশেণ্ডষণ হতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উঠে এসেছে।

এই মন্ত্রণালয় দুটির প্রধান প্রধান অর্জনের জন্য সুপরিকল্পিতভাবে যে কৌশলগুলো নিরূপণ করা হয়েছে তাতে যথেষ্টভাবে নারীকে সম্পৃক্ত করা হয়নি, যেখানে প্রায় প্রতিটি লক্ষ্যই নারীর ক্ষমতায়নের জন্য জর"রি। যেমন, তথ্য মন্ত্রণালয়ের MTBF-এ একটি লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে যে দেশের গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষা ও সংরক্ষণ করতে হবে। এই লক্ষ্যটি যথাযথভাবে অর্জন করার জন্য জর"রি প্রয়োজন ছিল সুপরিকল্পিতভাবে একটি জেন্ডার কৌশল গ্রহণ করা। যেমন, বাংলাদেশের গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য সৃষ্টিতে নারীর কি অবদান ছিল তা তুলে ধরে বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং রেডিওতে নানা প্রোগ্রাম প্রচার করলে এই লক্ষ্যটি অর্জন যেমন যথাযথ হতো তেমনি নারীর ক্ষমতা অর্জনের পথে বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হতো। কেননা বাংলাদেশের ইতিহাসে এই দেশের নারীর যে গৌরবগাঁথা আছে তা তুলে ধরলে সমাজে নারীর মান ও সম্মান বৃদ্ধি পেতো, যা তাদের ক্ষমতায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। একইভাবে দেখা গেছে, তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দুটি লক্ষ্য হলো দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা। কিন্তু এই লক্ষ্য দুটি অর্জনে এই মন্ত্রণালয়ের MTBF-এ কোনো জেন্ডার কৌশল গ্রহণ করা হয়নি।

এই দুটি মন্ত্রণালয়ের আরও একটি উলেণ্ডখযোগ্য জেন্ডার দুর্বলতা হলো, এদের আওতাভুক্ত অধিদপ্তর কিংবা বিভাগগুলোর কোনো অর্জনেরই কোনো gender auditing নেই। তাছাড়া MTBF-এর প্রণয়ন পদ্ধতিতে দুর্বলতা রয়ে গেছে। দেখা গেছে, bottom up পদ্ধতি অনুসরণ করে MTBF প্রণীত হয়নি। অর্থাৎ জেলা, উপজেলা বা ইউনিয়ন পর্যায়ের তথ্যের ভিত্তিতে এই মন্ত্রণালয় দুটির বাজেট প্রণীত হয়নি। ফলে তৃণমূলের জনগণের আশা, আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজনের প্রতিফলন ঘটেনি MTBF এ। অথচ প্রতিটি জেলা এবং উপজেলার জনগণের আশা, আকাঙ্ক্ষা, সমস্যা এবং সম্ভাবনা ভিন্ন।

এই দুটি মন্ত্রণালয়ের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার থেকে দেখা যায়, তারা কখনও জেলা বা উপজেলা স্ড়রের কোনো তথ্য কেন্দ্রীয় স্ড়রে পাঠাননি অথবা কেন্দ্রও কোনো ধরনের তথ্য পাঠানোর জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়নি। তারা আরও বলেছেন, জেলা এবং উপজেলা স্ড়রে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর কার্যকারিতার অবস্থা তুলে ধরে তারা কোনো প্রতিবেদনও তৈরি করেননি। ফলে জেলা এবং উপজেলা স্ড়রে চলমান প্রকল্পগুলো জেন্ডার সমতা অর্জন করছে কিনা তা বোঝার উপায় নেই। অথচ প্রকল্প বাস্ড়বায়নের মাঝামাঝিতে জেন্ডার অসমতা ধরা পড়লে সমতা আনয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টি MTBF-এ আছে।

এই মন্ত্রণালয় দুটি কর্তৃক প্রণীত জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন (GBR)-এরও নানা দুর্বলতা রয়েছে। এই প্রতিবেদনে কিছু প্রধান ক্ষেত্রের বাজেট বরাদ্দের উপকারভোগীদের জেন্ডার বিভাজিত উপাত্ত তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু এই উপাত্ত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনুমানের উপর নির্ভর করে হিসাব করা হয়েছে, প্রকৃত অবস্থার উপর ভিত্তি করে নয়। তাছাড়া এই মন্ত্রণালয় দুটির অধীনে বাস্ড়বায়িত প্রতিটি প্রকল্পের উপকারভোগীদের জেন্ডার বিভাজিত উপাত্ত তুলে ধরা হয়নি।

সর্বোপরি, এই দুটি মন্ত্রণালয়ের Rules of Business and Allocation of Business-এ নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীর অধিকার বিষয়টি যথেষ্টভাবে স্থান পায়নি। MTBF এবং GBR এই দুটি প্রতিবেদনেই বাজেটের জেন্ডার সংবেদনশীলতার গভীর ও ব্যাপক বিশেণ্ডষণ নেই।

৪। জাতীয় বাজেটে তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ এবং মোট বরাদ্দে নারীর অংশ

প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের বাজেট কতটা জেন্ডার সংবেদনশীল হবে তা নির্ভর করে ঐ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত MTBF এবং GBR-এর সংবেদনশীলতার উপর। বাজেট বরাদ্দও অনেকাংশে নির্ভর করে এই দুটি প্রতিবেদনের উপর। এই প্রবন্ধের পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, এই দুটি মন্ত্রণালয় নারীর ক্ষমতায়নে কতটা প্রভাবশালী অবদান রাখতে পারে তা এই গুর"ত্বপূর্ণ প্রতিবেদন দুটিতে যথেষ্টভাবে তুলে ধরা হয়নি। ফলে এই দুটি মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেট বরাদ্দ এবং বরাদ্দের খাতগুলো কম জেন্ডার সংবেদনশীল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

একটি মন্ত্রণালয়ের কেবল উন্নয়ন বাজেটই নয় রাজস্ব বাজেটেরও নারীর ক্ষমতায়নের উপর প্রভাব রয়েছে। তাই নারীর ক্ষমতায়নে বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা বিশেণ্ডষণ করার সময় এই দুই ধরনের বাজেটকেই বিবেচনায় গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় দুটির মোট বরাদ্দে নারীর অংশ হিসাব করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়াবলির উপর আলোকপাত করা হয়েছে :

ক. এ দুটি মন্ত্রণালয় এবং এর অঙ্গ সংগঠনগুলোর কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ড় গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ এবং রাজস্ব বরাদ্দে নারীর অংশ;

খ. এ দুটি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বরাদ্দ এবং ব্যয়ে নারীর অংশ এবং নারীর ক্ষমতায়নের উপর তার প্রভাব।

৪.১। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং এর অঙ্গ সংগঠনগুলোর সিদ্ধান্ড় গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের ব্যাপ্তি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং তার অঙ্গ সংগঠনগুলোতে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের একটি হিসাব নিয়ে দেখা গেছে, ২০১২ সালে নিয়োজিত মোট কর্মকর্তাদের মাত্র ২৪.০৬ শতাংশ নারী, যা ২০১১ সালে ছিল ২৩.৩৮ শতাংশ। এক বছরে এক শতাংশেরও (মাত্র ০.৬৮ শতাংশ) কম হারে বৃদ্ধি পেয়েছে নারী কর্মকর্তার সংখ্যা। তবে একই সময়ে সচিবালয়ের কর্মকর্তা পর্যায়ে নারী কর্মকর্তা নিয়োগ বৃদ্ধির হার প্রায় ২.৫ শতাংশ। এরাই সিদ্ধান্ড় গ্রহণে সবচাইতে বেশি প্রভাবশালী ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমানে সচিব পর্যায়ে নিয়োজিত মোট কর্মকর্তাদের প্রায় ২৫ শতাংশ এবং মোট কর্মচারীর প্রায় ১৮ শতাংশ নারী। তাই বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটের যে অংশটি কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতনভাতা, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদির জন্য ব্যয় হয় তার মাত্র এক পঞ্চমাংশের উপর নারীর অধিকার আছে।

৪.২। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব পদক্ষেপ এবং নারীর উপর তার প্রভাব

গত কয়েকটি অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে গৃহীত কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রীর উপর শূন্য শুল্ক ব্যবস্থাটি অত্যন্ড় জেন্ডার সংবেদনশীল ছিল। চলমান অর্থবছরের বাজেটেও এই জেন্ডার সংবেদনশীল ব্যবস্থাটি বহাল রাখা হয়েছে। এই শুল্ক ব্যবস্থা বাংলাদেশ সরকারের জেন্ডার বিষয়ক অঙ্গীকার কার্যকর করার ব্যাপারে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। শূন্য শুল্কের কারণে কম্পিউটারের সুলভ প্রাপ্যতা নারীর কম্পিউটার ব্যবহার বৃদ্ধি করে তাদের তথ্য সম্পদে প্রবেশ সহজ করবে। তাছাড়া কম্পিউটার জ্ঞান তথ্য-প্রযুক্তি খাতে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীদের তথ্য-প্রযুক্তি শিক্ষার সুযোগ নেই বললেই চলে। কারণ গ্রামগুলোর বেশিরভাগ বালিকা বিদ্যালয়েই কম্পিউটার নেই। বালিকা বিদ্যালয়গুলোতে বাধ্যতামূলকভাবে কম্পিউটার শিক্ষা প্রবর্তন করার জন্য সরাসরি বাজেট বরাদ্দ দরকার। গ্রামাঞ্চলে ICT center স্থাপন করার লক্ষ্য রয়েছে সরকারের। অনেক ইউনিয়ন পরিষদে ইতোমধ্যে ICT center স্থাপিত হয়েছে। উপজেলা ও গ্রোথ সেন্টারে ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ বসানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে এই প্রযুক্তি দক্ষভাবে ব্যবহৃত হবে না যদি নারীরা কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়। কারণ সারা পৃথিবীতে ICT center এবং Call centerএ নারীরাই বেশি হারে চাকুরি করেন। তাছাড়া এই সেন্টারগুলো নারীকে ক্ষমতায়িত করার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। কেননা নানা সামাজিক কারণে নারীর চলিষ্ণুতা (mobility) সমস্যাসঙ্কুল ছিল বলে তাদের পক্ষে তথ্য সম্পদ অর্জন প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তাছাড়া এই সেন্টারগুলো নারীর সম্মুখে খুলে দেবে সম্ভাবনাময় এক চাকুরির জগৎ।

বাংলাদেশ সরকার ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে দেশে ২,০০০-৩,০০০টি Call Centre স্থাপনের সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করেছিল এবং কিছু রাজস্ব প্রণোদনাও দিয়েছিল। কিন্তু এই সিদ্ধান্ড় বাস্ড়বায়িত হয়নি এবং এর একটি প্রধান কারন ছিল গ্রাম ও উপশহরের নারীদের মধ্যে কম্পিউটার শিক্ষার অভাব। কল সেন্টার (Call Centre)-এর কাজ অত্যন্ড় শ্রমঘন এবং পীড়নমূলক (strenuous)। যার জন্য এই সেন্টারগুলো চালানোর জন্য পর্যাপ্ত পুরুষ জনবল পাওয়া যায়নি। তবে নারীর স্বভাবজাত কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য এবং তাদের চাকুরির বাজার সীমিত হওয়ার কারণে এই ধরনের কাজে তারা স্বত:স্ফূর্তভাবেই এগিয়ে আসবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু নারীর মধ্যে কম্পিউটার শিক্ষার অভাবের কারণে তারা এগিয়ে আসতে পারেনি। গত কয়েকটি অর্থবছরের বাজেটে ইন্টারনেট সার্ভিস হতে মূসক

(VAT) প্রত্যাহার করা হয়েছে। এই রাজস্ব পদক্ষেপ নারীকে তথ্য সম্পদ অর্জনে সহায়তা দিয়েছে দার"ণভাবে।

৪.৩। বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ এবং নারীর উপর তার প্রভাব

গত তিনটি অর্থ বছরেই তথ্য প্রযুক্তির উপর গুর"ত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু এখাতে বাজেট বরাদ্দ কোনো অর্থ বছরেই মোট বাজেটের এক শতাংশ অতিক্রম করেনি (সারণি ১)। তাছাড়া সারণিটি হতে দেখা যাচ্ছে, জাতীয় বাজেটে গত তিনটি অর্থবছরে বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অংশ একইরকম থেকে গেছে। অথচ প্রতি বছরই এই মন্ত্রণালয়ের গুর"ত্ব বেড়েছে। MTBF-এ এই মন্ত্রণালয়ের যে সুপরিকল্পিত লক্ষ্যগুলো ধার্য করা হয়েছে তা এই স্বল্প বরাদ্দ দিয়ে অর্জন করা অত্য"ড় কঠিন কাজ।

সারণি ১

বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেট বরাদ্দ (অর্থবছর ২০০৯/১০-২০১১/১২)

(টাকা কোটিতে)

অর্থবছর	বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ		বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জন্য মোট বরাদ্দ (রাজস্ব +উন্নয়ন)	জাতীয় বাজেটে মোট বরাদ্দ	জাতীয় বাজেটে বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অংশ (%)
	রাজস্ব বরাদ্দ	উন্নয়ন বরাদ্দ			
২০০৯-১০	২৩৯	১৪২	৩৮১ (১০০.০)	১০৩৪১৩	০.৩৭
২০১০-১১	২৮০	১৭০	৪৫০ (১০০.০)	১১৮১১৩	০.৩৮
২০১১-১২	২৯৫	২১৫	৫১০ (১০০.০)	১৩৯১৭৩	০.৩৭

উৎস: 1.Budget in Brief, various years, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh.
2. Budget Statement (various years), IMED, Ministry of Planning.

এই মন্ত্রণালয়ের আওতায় যে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে কোনোটিই নারীকে লক্ষ্য করে গ্রহণ করা হয়নি। তবে এই মন্ত্রণালয়ের অনেক প্রকল্পের কার্যক্রমই নারীর উন্নয়ন প্রভাবিত করে। তাই প্রকল্পের জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিচার করে বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করে সারণি ২-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। সারণিটি হতে দেখা যাচ্ছে, গত তিনটি অর্থবছরে জেন্ডার সংবেদনশীল প্রকল্পের উপর বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে লক্ষণীয়ভাবে। এখানে ধারণা করা যেতে পারে, নারী উন্নয়নকে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণের নীতি গ্রহণ করার ফলে নারীর জন্য আলাদা প্রকল্প গ্রহণ না করে নারীকে মূল স্রোতধারার প্রকল্পগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা, সম্পদ ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে ব্যাপক জেন্ডার ব্যবধান। প্রতিটি ক্ষেত্রে পুর"ষের অনেক পেছনে পড়ে আছে নারী। যার ফলে পুর"ষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এ জাতীয় প্রকল্প হতে নারী অতি সামান্য অংশই অর্জন করতে পেরেছে। নারীকে পুর"ষের সমকক্ষ করে গড়ে তোলার আগেই তাকে পুর"ষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই অসম প্রতিযোগিতায় হেরে হেরে নারী আরও এক ধাপ জেন্ডার বৈষম্যের

শিকার হচ্ছে। বিজ্ঞান ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেটে গৃহীত প্রকল্পগুলোর জেন্ডার বিশেণ্ডষণ করে দেখা গেছে, কোনো প্রকল্প থেকেই পুর"ষের সমান সুবিধা ভোগ করতে পারেনি নারী।

সারণি ২

বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর জেন্ডার সংবেদনশীলতা অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দের বিভাজন: অর্থবছর ২০০৯/১০-২০১১/১২

উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর ধরন	প্রকল্প সংখ্যা			প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থ (টাকা কোটিতে)		
	অর্থবছর			অর্থবছর		
	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
নারীর উপর কোনো প্রত্যক্ষ	২০	১৯	১৭	১৫৫.২৩	১৬৫.৭৮	১৮১.৮৯
প্রভাব নেই এমন প্রকল্প	(৭৬.৯২)	(৭৬.০)	(৭০.৮৩)	(৮৮.১০)	(৮৫.৫)	(৭৬.৭৪)
জেন্ডার সংবেদনশীল	৬	৬	৭	২০.৯৬	২৮.০৪	৫৫.১৩
প্রকল্প	(২৩.০৮)	(২৪.০)	(২৯.১৭)	(১১.৯০)	(১৪.৫)	(২৩.২৬)
নারী বান্ধব প্রকল্প	০	০	০	-	-	-
মোট প্রকল্প	২৬	২৫	২৪	১৭৬	১৯৩	২৩৭.০২
	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)	(১০০.০)

উৎস: Annual Development Programmes 2009-2010, 2010-2011 and 2011-2012, Planning Commission.
নোট: Figures within parentheses indicate the share of various types of project in the total allocation earmarked for the Ministry.

২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে ৭টি বিভাগে উপজেলা পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলোতে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রকল্পটি অত্যন্ড় নারী-বান্ধব। কিন্তু এই প্রকল্পে বরাদ্দ ছিল অত্যন্ড় কম। তাছাড়া কয়টি বালিকা বিদ্যালয়ে ল্যাব স্থাপন করা হবে তার কোনো লক্ষ্য স্থির করা হয়নি। পরবর্তী অর্থবছরের বাজেটেও এই জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়ন প্রকল্পটি চালু ছিল। কিন্তু বালিকা বিদ্যালয়গুলোতে ল্যাব স্থাপনের জন্য বিশেষ কোনো কোটা ছিল না। ফলে অনেক বালিকা বিদ্যালয়ই এই প্রকল্প থেকে কোনো উপকার পায়নি। এই কারণে দেখা গেছে, অনেক বালিকা বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়টিই পড়ানো হয় না। এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য নির্দিষ্ট কোটা থাকা জর"রি ছিল। তেমনিভাবে কালিয়াকৈর এলাকায় ২৩১ একর জমির উপর যে হাইটেক পার্ক নির্মাণ করা হচ্ছে তাতে নারীর প্রবেশ নিশ্চিত করার জন্য নারীর জন্য কোটা থাকা জর"রি ছিল। কিন্তু প্রকল্পটিতে এমন কোনো কোটা রাখা হয়নি।

চলতি বাজেটে গৃহীত Basic ICT Skills Transfer upto Upazila Level শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পটি আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ড় জেন্ডার সংবেদনশীল। কিন্তু নারীকে এই দক্ষতা প্রদানের জন্য সচেতনভাবে কোনো কোটা রাখা হয়নি। তার উপর প্রকল্পটিতে বরাদ্দ অতি নগণ্য (মাত্র ৫ কোটি টাকা)। তাই স্বাভাবিকভাবেই এসকল প্রকল্প হতে নারী অতি সামান্য সুবিধাই অর্জন করতে পেরেছে। চলতি বাজেটে গৃহীত "বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ অন এসআইসিটি" শীর্ষক প্রকল্পটিও জেন্ডার সংবেদনশীল। কিন্তু নারীর জন্য কোনো নির্দিষ্ট কোটা না থাকায় নারীরা এই ফেলোশিপের কোনো সুবিধা পাবে কিনা সন্দেহ আছে। উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের নারীদের সঙ্গে দলগত আলোচনা থেকে জানা যায় তারা এই ফেলোশিপের নামও শোনেনি।

আবার প্রকল্পে নারীর জন্য নির্দিষ্ট কোটা থাকলেও যোগ্যতার অভাবে এবং নানা আর্থ-সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে নারী সেই প্রকল্পের সুবিধা ভোগ করতে পারেনি। যেমন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ১৬০টিরও অধিক কমিউনিটি ই-সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রতিটি সেন্টারে একজন পুর"ষ ও একজন নারী অপারেটর বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োগ দানের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে, নারীর মধ্যে কম্পিউটার literacy'র অভাবের কারণে নারী অপারেটর নিয়োগ সহজসাধ্য হচ্ছে না। একইভাবে দেখা গেছে, বিসিসি'র বিভাগীয় কেন্দ্র এবং স্থাপিত ল্যাবসমূহে ১,১০০ জনেরও অধিক শিক্ষককে ICT প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মাত্র ১৮ শতাংশ হচ্ছে নারী যদিও সমান সংখ্যক নারী পুর"ষ এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে বলে অনুমান করা হয়েছিল।

এভাবেই দেখা যাচ্ছে, নারীদের মধ্যে কারিগরি শিক্ষার অভাব প্রকট। এই অভাবের কারণে নারীরা তথ্য-প্রযুক্তির সুবিধাগুলো যথাযথ গ্রহণ করতে পারছে না। নারীকে তথ্য-প্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এবং নারী পুর"ষের মধ্যে ব্যাপক দক্ষতা ফারাকটি অপসারণের জন্য প্রয়োজন কেবলমাত্র নারীর জন্য কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা। কিন্তু তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বাজেটে এই লক্ষ্যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি। যার ফলে দেখা গেছে, সরকারি যে ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটগুলো আছে তাতে ভর্তিকৃত ছাত্রদের মধ্যে মাত্র ১৩ শতাংশ হচ্ছে নারী। সামাজিক রক্ষণশীলতা, বিশেষ করে পর্দা প্রথার কারণে অল্প (adolesent) বয়সের মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে একই স্কুলে যেতে পারে না। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (Dircetorate of Technical Education) মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্ড়রের স্কুলগুলোতে Vocational ও Computer কোর্স চালু করেছে। কিন্তু দেখা গেছে, এই কোর্স ঢাকা শহরের কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় এবং মহিলা কলেজ ছাড়া আর কোথাও কোনো বালিকা বিদ্যালয় বা মহিলা কলেজে চালু করা হয়নি।

বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ২০১১-১২ অর্থবছরের সর্বমোট বাজেট বরাদ্দের কত অংশ নারীর জন্য ব্যয় হবে তার একটি প্রাক্কলিত হিসাব তার জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে তুলে ধরেছে। এই হিসাব অনুযায়ী এই মন্ত্রণালয়ের ২০১১-১২ অর্থবছরে বাজেটে সর্বমোট বরাদ্দের মাত্র ২০ শতাংশের উপকার নারী পাবে বলে ধারণা করা হয়েছে। একই হিসাব মতে এই মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব ব্যয়ের মাত্র প্রায় ২১ শতাংশ এবং বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয়ের মাত্র ১৯ শতাংশ নারী গোষ্ঠীর কল্যাণে ব্যয় করা হবে বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীদের হিসাব নিয়ে দেখা গেছে, জেন্ডার সংবেদনশীল প্রকল্পগুলো হতে নারী যে অংশ পাবে বলে ধারণা করা হয়েছিল বাস্ড়বক্ষেত্রে নারী তা পায় না। একটি সমীক্ষার ফলাফল হতে দেখা গেছে, গত দশ বছরে দক্ষতা প্রশিক্ষণে মেয়েদের সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান (Paul-Majumder 2005)। অন্য একটি সমীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা গেছে, অতি জেন্ডার সংবেদনশীল প্রকল্পগুলো হতেও বাস্ড়ব ক্ষেত্রে নারী স্বল্প অংশ পায় (Paul-Majumder 2003)। তাই সর্বক্ষেত্রে নারী পুর"ষের সমতা যতদিন অর্জিত না হবে ততদিন পর্যন্ড় তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য এই মন্ত্রণালয়ের বাজেটে কেবল নারীকে লক্ষ্য করে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা জর"রি প্রয়োজন।

৪.৪। তথ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেটীয় বরাদ্দ এবং নারীর উপর তার প্রভাব

বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মতো তথ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দও অতি স্বল্প। সারণি ৩ হতে দেখা যাচ্ছে, এই মন্ত্রণালয়ের জন্য মোট বরাদ্দ কোনো অর্থবছরেই মোট জাতীয় বরাদ্দের আধা শতাংশও অতিক্রম করতে পারেনি। সারণিটি হতে আরও দেখা যাচ্ছে, এই অংশ গত তিনটি অর্থবছরে প্রায় সমান থেকে গেছে। এখানে অনুমান করা কঠিন নয় যে, এই স্বল্প বরাদ্দ দিয়ে এই মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত লক্ষ্যগুলোর অতি সামান্যই অর্জন করা সম্ভব হবে। এইসঙ্গে নারীর ক্ষমতায়নে এই মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতাও সীমিত হয়ে পরবে।

তথ্য মন্ত্রণালয় ২০১১-১২ অর্থবছরের সর্বমোট বাজেট বরাদ্দের কত অংশ নারীর জন্য ব্যয় হবে তার একটি প্রাক্কলিত হিসাব এই মন্ত্রণালয় তার জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে তুলে ধরেছে। এই হিসাব অনুযায়ী এই মন্ত্রণালয়ের ২০১১-১২ অর্থবছরে বাজেটে সর্বমোট বরাদ্দের মাত্র ১০ শতাংশের উপকার নারী পাবে বলে ধারণা করা হয়েছে। একই হিসাব মতে এই মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয়ের মাত্র ১৯ শতাংশ নারী গোষ্ঠীর কল্যাণে ব্যয় করা হবে বলে মনে করা হয়েছে।

তাছাড়া এই মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ড় গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশ গ্রহণ অতি সামান্য এবং সেই সঙ্গে রাজস্ব বরাদ্দে নারীর অংশও অতি সামান্য। জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে সিদ্ধান্ড় গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী পুর"ষের অংশগ্রহণের একটি হিসাব তুলে ধরেছে তথ্য মন্ত্রণালয়। এই হিসাব অনুযায়ী দেখা যায়, ২০১০-১১ অর্থবছরে তথ্য মন্ত্রণালয় ও এর অধীন বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনগুলোতে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা মাত্র ১৪.৬১ শতাংশ। ২০১১-১২ অর্থবছরে নারীর অংশ সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ১৫.৬৭ শতাংশ হয়েছে। এই মন্ত্রণালয় এবং এই মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনগুলোতে নিয়োজিত মোট কর্মচারীদের মধ্যে মাত্র ১১.৮৩ শতাংশ নারী, যা ২০১০-১১ অর্থবছরে ছিল ৭.৪৫ শতাংশ।

সারণি ৩

তথ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেট বরাদ্দ (অর্থবছর ২০০৯/১০-২০১১/১২)

(টাকা কোটিতে)

অর্থবছর	তথ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ		তথ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য মোট বরাদ্দ (রাজস্ব+উন্নয়ন)	জাতীয় বাজেটে মোট বরাদ্দ	জাতীয় বাজেটে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অংশ (%)
	রাজস্ব বরাদ্দ	উন্নয়ন বরাদ্দ			
২০০৯-১০	২৬৫	৬৫	৩৩০	১০৩৪১৩	০.৩২
	(৮০.১)	(১৯.৯)	(১০০.০)		
২০১০-১১	৩৩৪	১০৫	৪৩৯	১১৮১১৩	০.৩৭
	(৭৬.১)	(২৩.৯)	(১০০.০)		
২০১১-১২	৩৯১	১১৭	৫০৮	১৩৯১৭৩	০.৩৭
	(৭৭.০)	(২৩.০)	(১০০.০)		

উৎস: 1.Budget in Brief, various years, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh.
2. Budget Statement (various years), IMED, Ministry of Planning.

জনকল্যাণমূলক তথ্যাদি এবং জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা, সচেতন করা, সম্পৃক্ত করা এবং উদ্বুদ্ধ করা এই মন্ত্রণালয়ের সুপরিকল্পিত লক্ষ্য যা অর্জনে রাজস্ব বাজেটের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু এখনও কোনো উলেণ্টখযোগ্য রাজস্ব পদক্ষেপ এই মন্ত্রণালয়

গ্রহণ করেনি। রাজস্ব প্রণোদনা দিয়ে টেলিভিশনের বেসরকারি চ্যানেলগুলোকে নারীর উপর অনুষ্ঠান, বিশেষ করে নারীর উপর সন্ত্রাস এবং যৌন অত্যাচার বন্ধের উপর অনুষ্ঠান তৈরি ও প্রচারে উৎসাহিত করা জর"রি। টেলিভিশনের প্রাইভেট চ্যানেলগুলো কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন সম্বন্ধে জনগণকে অবহিত এবং সচেতন করার ব্যাপারেও রাজস্ব প্রণোদনা শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্ড়ু এই লক্ষ্যে কোনো রাজস্ব পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়নি এই মন্ত্রণালয়ে।

টেলিভিশনের উন্নয়ন চ্যানেল স্থাপন, বেতারের এফএম সম্প্রসারণ এবং কমিউনিটি রেডিও-এর কার্যক্রম বৃদ্ধি করা এই মন্ত্রণালয়ের আরও একটি বিশেষ লক্ষ্য। এই লক্ষ্যটি অর্জনের উপর নারীর ক্ষমতায়ন অনেকাংশে নির্ভর করে। কেননা ধর্মীয় কুসংস্কার, শিক্ষা, স্থানীয় সমস্যাসহ ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের খবর যথাযথভাবে জনগণের নিকট পৌঁছানো সম্ভব হবে এই লক্ষ্যটি অর্জিত হলে। কিন্তু এ পর্যন্ড় লক্ষ্য অর্জন সীমিত মাত্রায় রয়েছে। এখনও নারীরা ধর্মীয় কুসংস্কারের শিকার হয়ে জীবন দিচ্ছে। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি ক্ষেত্রে তথ্য মাধ্যমগুলোকে কিছু রাজস্ব প্রণোদনা দিয়ে এই লক্ষ্য অর্জন সহজসাধ্য হতে পারে।

জাতীয় বাজেটে তথ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ সীমিত, অধিকন্তু বরাদ্দকৃত আয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অব্যয়িত থেকে গেছে। তবে কেবল নারীর জন্য যে দুটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তার বরাদ্দকৃত আয়ের অধিকাংশই ব্যয়িত হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে "নারী ও শিশু উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম" শীর্ষক প্রকল্পটিতে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে প্রকৃত ক্ষেত্রে তার প্রায় দ্বিগুণ ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু বরাদ্দের অতিরিক্ত খরচের বিষয়টি বিবেচনায় গ্রহণ করে পরবর্তী বাজেটে (২০১০-১১ অর্থবছর) এই প্রকল্পে লক্ষণীয়ভাবে অধিক বরাদ্দ করা হয়নি। ২০০৯-১০ অর্থবছরে এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ছিল ৪.৪৫ কোটি টাকা। কিন্তু ঐ বছর এই প্রকল্পের জন্য প্রকৃত খরচ হয়েছিল ৮.৪০ কোটি টাকা। পরবর্তী বছরের বাজেটে এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয় ৫.৮০ কোটি টাকা যা আবার সংশোধিত বাজেটে কমিয়ে করা হয়েছে ৩.৮০ কোটি টাকা। এই মন্ত্রণালয়ের "নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে যৌথ প্রোগ্রাম" শীর্ষক প্রকল্পটি নারীর ক্ষমতায়নের জন্য অতি প্রভাবশালী। তাই সমস্ড় দেশজুড়ে এই প্রকল্পটির বাস্ড়বায়ন জর"রি। কিন্তু প্রকল্পটিতে অতি সামান্য অর্থ বরাদ্দ (মাত্র ০.৭৮ কোটি টাকা) করা হয়েছে। এই স্বল্প অর্থ বরাদ্দ দিয়ে সমগ্র দেশে এই প্রকল্পটির বাস্ড়বায়ন সম্ভব হবে কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে।

নারীর স্বাস্থ্য সমস্যা, বিশেষ করে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যা, নারীর পুষ্টি সমস্যা ইত্যাদি নারীর ক্ষমতায়নকে দার"ণভাবে খর্ব করে রেখেছে। এই সমস্যাগুলোর মূলে রয়েছে সমাজের ব্যাপক অজ্ঞতা, বিশেষ করে নারীগোষ্ঠীর এই সমস্যাগুলো সম্বন্ধে ব্যাপক অজ্ঞতা। এই অজ্ঞতা দূর করার সহজ উপায় হচ্ছে বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে নানা রকম অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা। কিন্তু গত তিন বছরের বাজেটে এ সম্বন্ধীয় কোনো উন্নয়ন প্রকল্পই গ্রহণ করা হয়নি।

এইভাবে গত তিনটি অর্থবছরের রাজস্ব পদক্ষেপ, উন্নয়ন বরাদ্দ এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বিশেণ্ডষণ করে দেখা যাচ্ছে, তথ্য মন্ত্রণালয় কিংবা তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কোনোটিই নারীর ক্ষমতায়নে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারেনি। যার ফলে এসব ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতাও অর্জিত হয়েছে সামান্যই।

৫। মন্তব্য এবং সুপারিশমালা

এই প্রবন্ধের আলোচনা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নারীর ক্ষমতায়নে এবং সর্বক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে সমতা অর্জনের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম প্রভূত প্রভাবশালী হলেও এই দুটি জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করতে পারেনি মন্ত্রণালয় দুটি। এই সীমাবদ্ধতার পেছনে প্রধান কারণগুলো হলো: (১) এই দুটি মন্ত্রণালয়ের MTBF-এ জেন্ডার ইস্যুটিকে যথাযথভাবে তুলে না ধরা; (২) জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে জেন্ডার বিভাজিত যে তথ্য তুলে ধরা হয়েছে তা প্রকৃত তথ্যের উপর নির্ভর না করে কেবল ধারণার উপর নির্ভর করে তৈরি করা; এবং (৩) যেসব ক্ষেত্রে ব্যাপক জেন্ডার ব্যবধান রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে জেন্ডার ব্যবধান সংকুচিত করার জন্য কেবল নারীর জন্য কোনো বাজেট পদক্ষেপ গ্রহণ না করা। এই কারণগুলোর জন্য জাতীয় বাজেটে এই দুটি মন্ত্রণালয় পর্যাপ্ত জেন্ডার সংবেদনশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। কেননা MTBF এবং জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন হচ্ছে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের একটি ভিত। জেন্ডার বিবেচনায় এই ভিতটি যথেষ্ট শক্ত নয় বলে দেখা গেছে, তথ্য ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের গত তিনটি অর্থবছর (যে তিনটি অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের উপর ভিত্তি করে বর্তমান প্রবন্ধটি রচিত) এর একটি বছরেও কেবল নারীর জন্য কোনো প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি এবং জেন্ডার সংবেদনশীল প্রকল্পগুলোতে নারীর জন্য কোনো নির্দিষ্ট কোটাও রাখা হয়নি। অথচ এই মন্ত্রণালয়ে প্রত্যক্ষ নীতি হলো তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সকল কার্যক্রমে নারীর পূর্ণ এবং সম অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন তরান্বিত করা। নারীর প্রতি ইতিবাচক বৈষম্য করে কেবল নারীর জন্য কোনো রাজস্ব পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়নি। ফলে এই মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ হতে নারী অতি সামান্য সুবিধা ভোগ করতে পেরেছে। তাছাড়া সামগ্রিকভাবে এই মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দও অতি সামান্য। দেখা গেছে, কোনো অর্থবছরেই এই বরাদ্দ জাতীয় বাজেটের মোট বরাদ্দের ১ শতাংশও অতিক্রম করতে পারেনি। এই স্বল্প বরাদ্দের কারণেও কেবল নারীর জন্য কোনো প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধানটি সংকুচিত হয়েছে সামান্যই এবং নারীর যথাযথ ক্ষমতায়নও হয়েছে ব্যাহত।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়েছে। এই মন্ত্রণালয়ে কোনো প্রত্যক্ষ নারী নীতি না থাকলেও এই মন্ত্রণালয়ের MTBF-এ সুপরিকল্পিতভাবে যে লক্ষ্যগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে তার প্রতিটি অত্যন্ড় নারী বান্ধব। তাছাড়া প্রায় প্রতিটি অর্থবছরেই এই মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেটে ২/৩টি প্রকল্প কেবল নারীর জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু তারপরেও এই মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের অতি সামান্য অংশ (মাত্র ১০ শতাংশ) থেকে নারী সুবিধা পেয়েছে। এখানে নারীর ক্ষমতায়নে এই মন্ত্রণালয়ের অবদানের ব্যাপ্তি সহজেই ধারণা করা যায়।

৫.১। সাধারণ সুপারিশসমূহ

তথ্য ও তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা অর্জন এবং নারীর ক্ষমতায়নে এই দুটি মন্ত্রণালয়ের অবদান বৃদ্ধি করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা দরকার:

১. এই অর্থবছরেই বর্তমান MTBF-এর সময়কাল (২০১০/১১-২০১২/১৩) শেষ হবে। পরবর্তী MTBF (২০১৩/১৪-২০১৭/১৮) প্রণয়নের সময় জেন্ডার ইস্যুটিকে যথাযথভাবে বিবেচনায় নিতে হবে।

২. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তথ্য এবং তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যে জেন্ডার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে তার আলোকে আগামী MTBF প্রণয়ন করতে হবে। তাছাড়া তথ্য এবং তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ২০১১-এর নারী নীতির লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের জন্যও সুপরিকল্পিত কৌশল প্রণয়ন করতে হবে আগামী MTB-এ।

৩. MTBF প্রণয়নকে ডিজিটাইজড করতে হবে যাতে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন স্তরের নারীদের সমস্যা ও প্রয়োজনের প্রতিফলন হয় এবং একই সঙ্গে তথ্য ও তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক কর্মকাণ্ড সৃজনে নারীর মধ্যে যে সম্ভাবনা আছে তার প্রতিফলন হয়।

৪. MTBF প্রণয়নের পূর্বে সারা দেশের gender need mapping সম্পন্ন করতে হবে যাতে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন gender need এর প্রতিফলন হয়।

৫. জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে প্রতিটি প্রকল্পের জেন্ডার বিভাজিত প্রকৃত তথ্য তুলে ধরতে হবে।

৬. বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর কার্যকারিতা মনিটর করে প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে যাতে জেন্ডার সমতা অর্জন হচ্ছে কিনা তা বোঝা যায় এবং জেন্ডার অসমতা ধরা পড়লে সমতা আনয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

৭. জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে যে যে ক্ষেত্রে জেন্ডার ফারাক দেখা যাবে পরের অর্থবছরের বাজেটে সে সে ক্ষেত্রে জেন্ডার ফারাক মোচনের জন্য অথবা নিদেন পক্ষে সংকুচিত করার জন্য যথেষ্ট বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৫.২। তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বাজেটকে জেন্ডার সংবেদনশীল করার জন্য বাজেট পদক্ষেপ

১. জাতীয় বাজেটে তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

২. তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রের বাজেট সুবিধাগুলো যথাযথভাবে গ্রহণের জন্য নারীকে প্রশিক্ষিত করতে হবে এবং এই লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বাজেটে যথেষ্ট বরাদ্দ রাখতে হবে।

৩. নারীকে তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত করার জন্য আগামী বাজেটে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে:

   ক. ইউনিয়ন স্তরে কেবল নারীর জন্য তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং এই লক্ষ্যে "Cash for Education" শীর্ষক safety net প্রকল্পটির আদলে "Cash for Training on I" শীর্ষক কেবল নারীর জন্য একটি safety net প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

   খ. গ্রামের নারীকে কম্পিউটার শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য গ্রামাঞ্চলের বালিকা বিদ্যালয়গুলোতে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন এবং কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

   গ. কম্পিউটার শিক্ষাকে সহায়তা প্রদানের জন্য গ্রামাঞ্চলের বালিকা বিদ্যালয়গুলোতে ইংরেজী শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ. তথ্য প্রযুক্তি কেন্দ্রগুলো স্থাপনের সময় নারীর চলাচল (mobility) প্রতিবন্ধকতাকে বিবেচনায় গ্রহণ করতে হবে।

ঙ. Basic ICT Skills Transfer upto Upazila Level শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পটিতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে এবং এই প্রকল্পে নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে।

চ. চলতি বাজেটে গৃহীত "বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ অন এসআইসিটি" শীর্ষক প্রকল্পটিতে নারীর জন্য কোটা নির্দিষ্ট করতে হবে।

৪. ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে যে কমিউনিটি ই-সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে তার প্রতিটিতে একজন পুরুষ ও একজন নারী অপারেটর বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োগ দানের যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তার যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫. জাতীয় বাজেটের তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কেবল নারীকে লক্ষ্য করে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

৬. জেন্ডার সংবেদনশীল প্রকল্পগুলোতে নারীর জন্য নির্দিষ্ট কোটা রাখতে হবে।

তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রটিকে নারীর ক্ষমতায়নে সহায়ক করতে হলে কেবল উন্নয়ন বাজেটে পদক্ষেপ গ্রহণ করলেই হবে না রাজস্ব বাজেটেও যথেষ্ট পদক্ষপ গ্রহণ করতে হবে। এই লক্ষ্যে নিম্নোক্ত রাজস্ব পদক্ষেপগুলো সুপারিশ করা হচ্ছে:

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং তার অঙ্গ সংগঠনগুলোতে নারী কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের নিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। এই বৃদ্ধি কেবল রাজস্ব বাজেটে নারীর অংশই বৃদ্ধি করবে না, বৃদ্ধি করবে এই মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা যা আবার এই মন্ত্রণালয়ের বাজেটকে জেন্ডার সংবেদনশীল করতে সহায়ক হবে।

২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে নারীর সহজ প্রবেশ নিশ্চিত করার জন্য আগামী জাতীয় বাজেটে নিম্নোক্ত রাজস্ব পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে:

ক. নারীদেরকে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের নারীদেরকে ICT প্রশিক্ষণ এবং ICT সেবা হ্রাসকৃত মূল্যে প্রদানে বেসরকারি ক্ষেত্রের ICT ব্যবসায়ীদেরকে উৎসাহিত করার জন্য রাজস্ব প্রণোদনা দিতে হবে।

খ. ইন্টারনেট সার্ভিস হতে মূসক (VAT) প্রত্যাহার অব্যাহত রাখতে হবে।

গ. তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার ভূমিকা গ্রহণে সহায়তা প্রদানের জন্য নারীকে কিছু বাজেট প্রণোদনা দিতে হবে। যেমন, তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রের নারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন Tax break অথবা Tax holiday সুবিধা দিতে হবে। তাছাড়া ICT ব্যবসা গ্রহণে নারীকে সহায়তা প্রদানের জন্য নারীর দিকে সম্পদ প্রবাহ বৃদ্ধি করার জন্য কর নীতিতে নারীর প্রতি ইতিবাচক বৈষম্যমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে।

৫.৩। তথ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেটকে জেন্ডার সংবেদনশীল করার জন্য বাজেট পদক্ষেপ

১. তথ্য মন্ত্রণালয়ের MTBF-এ গৃহীত জেন্ডার সংবেদনশীল লক্ষ্যগুলো যথাযথ অর্জনের জন্য জাতীয় বাজেটে এই মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

২. বেতারের এফএম সম্প্রসারণ এবং কমিউনিটি রেডিও-এর কার্যক্রম দেশের প্রত্যন্ড় অঞ্চলে বৃদ্ধি করার জন্য বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

৩. "Joint Programme to Address Violence Against Women" শীর্ষক প্রকল্পটিতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে যাতে দেশের প্রত্যন্ড় অঞ্চল পর্যন্ড় এই প্রকল্পের কার্যক্রম পৌঁছে দেওয়া যায়।

৪. নারীদের কর্মজীবী ভাবমূর্তি, সমাজসেবী ভাবমূর্তি ও রাজনীতিক ভাবমূর্তি সমাজের কাছে তুলে ধরার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

৫. বাংলাদেশের গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য সৃষ্টিতে বাংলাদেশের নারীর ভূমিকা তুলে ধরার জন্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

৬. তথ্য অধিকার আইনটি সম্বন্ধে নারীদের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কমিউনিটি রেডিও-এর কার্যক্রমে এই আইন সম্বন্ধে সম্প্রচার বাধ্যতামূলক করার জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৭. তথ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে তৃণমূল নারীর তথ্য প্রয়োজনগুলো বিবেচনায় গ্রহণ করে নতুন নতুন তথ্য প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। উপজেলা ন্ড়রের নারীদের সঙ্গে দলগত আলোচনা (FGD)'র উপর ভিত্তি করে তাদের সমস্যা এবং প্রয়োজন মেটানোর জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো সুপারিশ করা হচ্ছে:

ক. নারী কৃষকদের উপর একটি প্রোগ্রাম টেলিভিশন এবং রেডিওতে সম্প্রচার করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

খ. কৃষি সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্য যেমন, কোথায় ভালো সার, ভালো বীজ, ভালো কীটনাশক ঔষধ ইত্যাদি পাওয়া যায় তা টেলিভিশন এবং রেডিওতে সম্প্রচার করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

গ. কৃষি পণ্য, কৃষি উপকরণ এবং কুটিরশিল্পজাত পণ্যের লাভজনক বাজার সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহ করতে হবে টেলিভিশন এবং রেডিওর মাধ্যমে।

ঘ. হাঁস-মুরগি পালন সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সম্বলিত করে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং তা টেলিভিশন এবং রেডিওতে সম্প্রচার করতে হবে।

ঙ. কোথায় স্বাস্থ্য সেবা পাওয়া যায়, কোথায় নালিশ জানানো যায় ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্য টেলিভিশন এবং রেডিওতে ধারাবাহিকভাবে সম্প্রচার করতে হবে।

চ. লাভজনক নারীবান্ধব চাকুরি সম্বন্ধে তথ্য টেলিভিশন এবং রেডিওতে সম্প্রচার করতে হবে।

ছ. বিদেশের কোথায় নারীর জন্য লাভজনক চাকুরির সুযোগ আছে সে সম্বন্ধে তথ্য টেলিভিশন এবং রেডিওতে তথ্য সম্প্রচার করতে হবে।

জ. জাতীয় বাজেটে নারীর জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্বন্ধে তথ্য টেলিভিশন এবং রেডিওতে সম্প্রচার করতে হবে।

ঝ. নারীর অধিকার এবং মানবাধিকার সম্বন্ধে টেলিভিশন এবং রেডিওতে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে হবে।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেটে রাজস্ব পদক্ষেপ নারীর তথ্য প্রাপ্তি এবং তথ্যে প্রবেশকে অনেক সুগম করবে এবং নারীর ক্ষমতায়নেও বিশেষ ভূমিকা রাখবে। তাই তথ্য মন্ত্রণালয়ের আগামী বাজেটে গ্রহণ করার জন্য নিম্নোক্ত রাজস্ব পদক্ষেপগুলোর সুপারিশ করা হচ্ছে:

১. নারীর উপর প্রোগ্রাম, বিশেষ করে নারীর উপর সন্ত্রাস এবং যৌন অত্যাচার বন্ধের প্রোগাম গ্রহণে টেলিভিশনের প্রাইভেট চ্যানেলগুলোকে উৎসাহিত করার জন্য প্রণোদনামূলক রাজস্ব পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

২. নুতন চ্যানেল অনুমোদন দেওয়ার সময় নারীর ক্ষমতায়নের উপর প্রোগ্রাম গ্রহণের শর্ত জুড়ে দিয়ে তা পূরণের জন্য রাজস্ব প্রণোদনা দিতে হবে।

৩. টেলিভিশনের প্রাইভেট চ্যানেলগুলো কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে অবহিত এবং সচেতন করার ব্যাপারে রাজস্ব প্রণোদনা দেয়া যেতে পারে।

৪. বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে কমিউনিটি রেডিও-এর প্রোগ্রাম গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য রাজস্ব প্রণোদনা এবং ভর্তুকি সহায়তা দেয়া যেতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

Paul-Majumder, P. (2003): Reflection of Women's Voice and National Gender Objectives in the National Budget of Bangladesh," Bangladesh Nari Pragoti Sangha (BNPS), Bangladesh.

———(2005): National Education Budget of Bangladesh and Empowerment of Women, Bangladesh Nari Pragoti Sangha (BNPS), Bangladesh.

———(2006): Role of National Budget in Development Entrepreneurship among Women of Bangladesh, Bangladesh Nari Progati Sangha and Institute for Environment & Development.

———(2008): "Gender Dimension of Transport and Communication Needs in Bangladesh," In Murthy V.A. Bondada and R. Sivanandan (eds) Best Practices to Relieve Congestion on Mixed-Traffic Urban Streets in Developing Countries, Transportation Engineering Division, Department of Civil Engineering, Indian Institute of Technology (IIT), Chennai, India.

———(2009): "Gender Impact Assessment of the Business Services and ICT in the Potato Sector," a Component of the Study on "Impact Assessment of the Katalyst Project" Sponsored by Development Alternatives, Inc (DAI).